

ম্যারাথন অব হোপ

ফরিদ আহমেদ



প্রতিবছর হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক ক্যানাডাসহ সারা বিশ্বে আয়োজন করে টেরি ফক্স রান। সাধারণত ক্যানাডায় টেরি ফক্স রান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সেপ্টেম্বর মাসে লেবার ডের পর দ্বিতীয় রোববারে। ক্যানাডার বাইরের অন্যান্য দেশে আয়োজকদের যার যার সুবিধামত দিনে এই দৌড়ের আয়োজন হয়ে থাকে। এ বছর ক্যানাডায় আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই দৌড়।

টেরির জন্ম ম্যানিটোবার উইনিপেগ শহরে। টেরির জন্মের কয়েক বছর পরই তার পরিবার পাড়ি জমায় ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার ভ্যাংকুভারের সন্নিবর্তী পোর্ট ককুইটলামে। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলার প্রতি অদম্য আগ্রহ ছিল টেরির। যদিও গ্রেড এইটের বাস্কেটবল টিমের সবচেয়ে খারাপ খেলোয়াড় ছিল সে। পোর্ট ককুইটলাম সেকেন্ডারি স্কুলের শেষ বর্ষে টেরি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাগ অ্যালওয়ার্ডের সাথে যৌথভাবে বর্ষসেরা অ্যাথলেটের সম্মান অর্জন করে। পরবর্তীতে টেরি সাইমন ফ্রেজার বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষা বিভাগে অধ্যয়ন শুরু করে।

১৯৭৭ সালে টেরির হাটুতে অসহ্য ব্যথা শুরু হয়। দাড়িয়ে থাকাটাই অসম্ভব হয়ে দাড়ায় তার জন্য। এমতাবস্থায় হসপিটালে গেলে বিভিন্ন পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর ডাক্তাররা জানায় যে, টেরি ওসটেওজেনিক সারকোমা, এক ধরনের অস্থির ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। টেরিকে বাঁচাতে হাটুর ছয় ইঞ্চি উপর থেকে কেটে ফেলা হয় তার ডান পা।

কৃত্রিম পা দিয়ে নতুন করে আবার হাটা শিখতে হয় টেরিকে। দৃঢ় সংকল্পের কারণে অস্ত্রোপচারের মাত্র ছয় সপ্তাহ পরই গলফ খেলতে সক্ষম হয় সে। এমনকি বাস্কেটবলও ফিরে আসে তার জীবনে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু রিক হ্যানসেনের (স্লাইনাল কর্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত। স্লাইনাল কর্ড রিসার্চের জন্য সচেতনতা ও অর্থ সংগ্রহের জন্য হুইল চেয়ারে দুই বছরে বিশ্ব প্রদক্ষিন করেছে।) আমন্ত্রণে হুইল চেয়ার বাস্কেটবল খেলায়ও অংশগ্রহণ করে টেরি।

হসপিটালের সেই দুঃসহ অভিজ্ঞতার কথা টেরি কখনোই ভোলেনি। ক্যান্সার চিকিৎসায় ক্যানাডার অপ্রতুল ব্যয় দেখে টেরির চিন্তা বিক্ষুব্ধ হয়ে হঠে। টেরি তার এই ক্রোধ রূপান্তরিত করে এক মিশনে। ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য টাকা সংগ্রহ করতে হবে, প্রচুর টাকা। সেই সাথে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সচেতনতাও বৃদ্ধি করতে হবে। আর এই মিশন সম্পন্ন করার জন্য টেরি সিদ্ধান্ত নেয় সে দৌড়বে। সুবিশাল ক্যানাডার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। টেরির ধারণা ছিল যদি সারা দেশের লোক মাত্র এক ডলার করেও দেয় তাহলেও সংগ্রহিত হবে দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ ডলার (সেই সময় ক্যানাডার জনসংখ্যা ছিল দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ)।

শুরু হয় টেরির নিরলস প্রশিক্ষণ পর্ব। প্রশিক্ষণের শুরুতে সে তার পরিকল্পনা গোপন রাখে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে। তাদেরকে জানায় ভ্যাংকুভার ম্যারাথনে অংশ নেয়ার জন্য সে অনুশীলন করছে। অনুশীলনের প্রারম্ভিক সময়টা ছিল অমানুষিক ও কঠোর। প্রথমদিকে বেশিরভাগ সময় তাকে ব্যয় করতে হতো শুধু মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়া ও নিজেকে কষ্ট করে খাড়া করার পিছনে। তবু এগিয়ে চলে প্রস্তুতি। এক বছরে চার হাজার আটশত কিলোমিটারেরও বেশি দৌড়ানোর পর টেরি পরিবারের সদস্যদের কাছে তার পরিকল্পনা ঘোষণা করে।

১৯৮০ সালের ১২ এপ্রিল নিউফাউন্ডল্যান্ডের সেইন্ট জন শহর থেকে সামান্য কিছু লোকের উপস্থিতিতে টেরি শুরু করে তার ঐতিহাসিক দৌড়।

টেরি তার এই দৌড়ের নাম দিয়েছিল দ্য ম্যারাথন অব হোপ ।

এ এক অসামান্য অভিযান । মানুষের কল্যাণের জন্য নিশ্চিত মৃত্যু পথযাত্রী মৃত্যুঞ্জয়ী এক তরুণের মৃত্যুর সাথে পালা দেয়ার দৌড় । ক্যানাডিয়ানরা এই অনন্যসাধারণ অভূতপূর্ব দৌড়ের কথা কখনোই ভুলবে না ।

প্রাথমিকভাবে জনগনের মনোযোগ আকর্ষণ করা কঠিন হলেও অতি দ্রুত মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেতে লাগলো । সেই সাথে বাড়তে লাগলো সংগৃহীত টাকার পরিমাণ । বরফশীতল বৃষ্টি, প্রচণ্ড বাতাস এমনকি তুষারপাতকে অগ্রাহ্য করে টেরি প্রতিদিন প্রায় বিয়াল্লিশ কিলোমিটার দৌড়াতো । সন্দেহবাদীদের ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমানিত করে দিনের পর দিন দৌড়ে টেরি অতিক্রম করে যায় একে একে ডার্টমাউথ, শার্লটটাউন, মন্ট্রিয়েল, টরন্টো । এরই মাঝে চলতে থাকে বিভিন্ন স্থানে আবেগপ্রবন বক্তব্যপ্রদান যা স্পর্শ করে যায় অসংখ্য জনগনের হৃদয়কে ।

একশ তেতাল্লিশ দিনে পাঁচ হাজার তিনশ তিয়ান্ডর কিলোমিটার দৌড়ানোর পর বুকে প্রচণ্ড ব্যথার কারণে অন্টারিওর থান্ডার বের কাছে থামতে বাধ্য হয় টেরি । টেরিকে নিয়ে যাওয়া হয় হসপিটালে । জানা যায় তার ফুসফুসও আক্রান্ত হয়েছে ক্যান্সারে । এই সংবাদে সারা জাতি হয়ে পড়ে হতভম্ব ও বেদনাকাতর ।

টেরিকে ছাড়াই এগিয়ে চলে তার ম্যারাথন অব হোপ । সংগৃহীত হয় দুই কোটি একচল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার ডলার যা টেরির প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি ।

হসপিটালে থাকা অবস্থায়ই টেরি জানতে পারে অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রতি বছরই এই ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হবে । যার নাম হবে টেরি ফন্ড রান । টেরি নিজেই এই ম্যারাথনের জন্য বেশ কিছু নির্দেশিকা তৈরি করে দিয়ে যায় । যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে -এই আয়োজনটি হবে সমপূর্ণ অপ্রতিযোগিতামূলক । কোন বিজয়ী থাকবে না । থাকবে না কোন পুরস্কার । উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহ । এখন পর্যন্ত টেরির নামে সারা বিশ্বে ক্যান্সার গবেষণার জন্য সংগৃহীত হয়েছে চারশ' মিলিওনেরও বেশি ডলার ।

১৯৮১ সালের জুন মাসের আটাশ তারিখে মাত্র বাইশ বছর বয়সে টেরি ফক্স মৃত্যুবরণ করে। মারা যাওয়ার আগে ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে টেরি ফক্স অর্জন করে ক্যানাডার সর্বশ্রেষ্ঠ পদক অর্ডার অব ক্যানাডা। খান্ডার বেতে টেরির স্মরণে গড়া হয়েছে তার এক বিশাল ভাস্কর্য। ক্যানাডিয়ান রকির একটি চুড়ার নামকরণও করা হয়েছে টেরির নামে।

টেরির মা তার ছেলেকে বর্ণনা করতেন খুবই সাদামাটা একটা ছেলে হিসাবে। কিন্তু এই খুবই সাদামাটা ছেলেটিই আজ পরিণত হয়েছে ক্যানাডার জাতীয় বীরে। কোটি কোটি ক্যানাডিয়ানদের কাছে যা কিছু সুন্দর ও ভাল, যা কিছু মহৎ ও নিস্বার্থ, যা কিছু অনুপ্রেরণাদায়ী ও আশাদাত্রী তার সবকিছুরই প্রতিভূ টেরি।

শুধু ক্যানাডিয়ানদের কাছেই নয়, বিশ্বের সকল মানবতাবাদী মানুষদের কাছেও টেরি তাই।

ক্যালগারি, ক্যানাডা
farid300@gmail.com

আজ ক্যানাডায় পালন করা হচ্ছে টেরি ফক্স রান ডে। ছোট ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাসহ হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক অংশ নিচ্ছে এই দৌড়ে। টেরির অসমাপ্ত স্বপ্ন সম্পন্ন করার জন্য। এই লেখাটি ছাপা হয়েছিল গত বছর যায় যায় দিনে। টেরি ফক্স দিবস উপলক্ষে সেই লেখাটিই পুনঃ প্রকাশ করা হলো মুক্তমনায়।